কুষ্টিয়ায় জাতীয় শ্রমিকলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

জাতীয় শ্রমিকলীগের ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্টিত আলোচনা সভায় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আজগর আলী।

কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি আনোয়ারুল হকের সভাপতিত্বে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা।

কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিকলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আইয়ুব হোসেনের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জাতীয় শ্রমিকলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা, কার্যকরী সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফকির মুকুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন বাদশা, রেনউইক শ্রমিকলীগের সভাপতি সেলিম রেজা রিপন,

যুব শ্রমিক লীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জাফর ইকবাল, জাতীয় রিকশা ভ্যান শ্রমিক লীগের সভাপতি আক্কাস আলী, সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা, কুমারখালী উপজেলা শ্রমিক লীগের সহ সভাপতি মনিরুল ইসলাম,জনতা ব্যাংক শ্রমিক লীগের সভাপতি সেলিম হোসেন, রুপালী ব্যাংক শ্রমিক লীগের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, বাপাউবো সিবিএ ইউনিট কমিটি কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক রহমত আলী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া সংগঠন শ্রমিক লীগের প্রতিটি স্তরের নেতারা জননেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন।

আদর্শবান সংগঠনের নামই হলো জাতীয় শ্রমিকলীগ উল্লেখ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশ স্বাধীনের সময় শ্রমিক নেতাদের জীবন দিয়ে এদেশে আন্দোলনের স্বাধীনতা সুতিকাগার সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রমিকলীগ সংগঠন সহ মাদার সংগঠন আওয়ামী লীগের হাতকে শক্তিশালী করতে সবাইকে

ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ।

কুষ্টিয়া শহর শ্রমিকলীগের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

জাতীয় শ্রমিকলীগের ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে কুষ্টিয়া শহর শ্রমিকলীগের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে শহরের জিকে শেখ রাসেল খেলার মাঠে আলোচনা সভায় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন,জেলা মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মেহেরুন্নেসা বিউটি।

শহর শ্রমিকলীগের সভাপতি দেওয়ান মাসুদুর রহমান স্বপনের সভাপতিত্বে প্রধান প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এএইচ এম মতিউর রহমান।
বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা শ্রমিক লীগের সহসভাপতি জিল্লুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল হাসান মিন্টু, সহ সাধারণ সম্পাদক বাদশা আলমগীর, প্রচার সম্পাদক আব্দুর রশীদ খান,

শহর শ্রমিক লীগের সহসভাপতি মারফত আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেন, প্রচার সম্পাদক ঝন্টু মৃধা, সদস্য তপন হোসেন, ১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রবিউল ইসলাম, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি কাবুল চৌধুরী, সাবেক সভাপতি শামসুজ্জামান মনি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসিফ বান্দা পুলক, সাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল ইসলাম মানিক, ১ নং ওয়ার্ড শ্রমিক লীগের সভাপতি ইমরান খান, সাধারণ সম্পাদক সাগর শিকদার প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া সংগঠন শ্রমিকলীগের প্রতিটি স্তরের নেতারা জননেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন। বক্তারা আরও বলেন,

শ্রমিকলীগকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করতে সবাইকে এক প্লাটফর্মে আসতে হবে এবং সর্বত্র এই কমিটি বিলুপ্ত করে নতুন কমিটি দিয়ে শ্রমিকদের স্বার্থ উদ্ধারে কাজ করতে হবে পাশাপাশি শিশু ও যুবদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার তাগিদ দেন তারা।

কুষ্টিয়ায় দু’পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত, আহত ৩০

কুষ্টিয়ায় গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ফরিদ হোসেন (৪৫) নামে একজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩০ জন।

শনিবার সকালে সদর উপজেলার ভবানীপুরে এ ঘটনা ঘটে। এসময় বেশ কছিু বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, গত সপ্তাহে একজনকে মারধরের ঘটনায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা লিয়াকত আলী বাদশা-রেজা মন্ডল পক্ষের সঙ্গে রাশিদুল-লাবু শকাতি পক্ষের লোকজনদের মধ্যে বিরোধ হয়।

শনিবার সকালে রাশিদুল ও শকাতি পক্ষের লোকজন বাদশা এবং রেজা মন্ডলের বাড়ি ঘিরে ভাঙচুর শুরু করলে দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এতে দেশীয় অস্ত্রের আঘাতে উভয়পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়।

আহত ফরিদ হোসেনকে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মারা যান। নিহত ফরিদ ময়েন ফারাজির ছেলে ও রাশিদুল-লাবু শকাতি পক্ষের সমর্থক। কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। ওই গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সরকারি চাল আত্মসাত, ইউপি চেয়ারম্যান বরখাস্ত

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনির হাসান রিন্টুকে সরকারি চাল আত্মসাতের দায়ে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিবুল ইসলাম (ইউএনও) এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মঙ্গলবার স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি তিনি পেয়েছেন বলেও তিনি জানান।

মনির হাসান রিন্টু কুমারখালী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০১৮ সালের জুন মাসে চাপড়া ইউপির চেয়ারম্যান মনির হাসান রিন্টুর বিরুদ্ধে ২৪৯ বস্তা (৭.৪৭০ মে টন) সরকারি চাল (ভিজিডি) আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর বিষয়টি তদন্ত করা হয়। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে বলা হয়েছে, তদন্তে রিন্টুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হচ্ছে।

ইবির নতুন উপাচার্য ড. শেখ আব্দুস সালাম

কুষ্টিয়ার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে চার বছর মেয়াদে নিয়োগ পেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম।

মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে বলা হয়,

উপাচার্য হিসেবে তিনি অবসর অব্যাহতির আগের পদের সমপরিমাণ বেতন-ভাতা পাবেন এবং বিধি অনুযায়ী পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হিসেবে তিনি সার্বক্ষণিক ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন। রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের প্রয়োজনে যেকোনও সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক।

বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় জন্ম নেওয়া ড. সালাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৫ সালে অর্থনীতিতে বি এ (সম্মান) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে অর্থনীতিতে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় এমএ এবং এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে ভারতের পুনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. সালাম বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষায়ক মন্ত্রণালয়ে গবেষণা কর্মকর্তা পদে চার বছর চাকরি করেন। তিনি ১৯৮৬-৮৭ সালে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশনের (বিএভিএস) পরিচালক, প্রোগ্রাম অ্যান্ড আইইসি পদে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৭ সালে তিনি শিক্ষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ২০০৯ সালে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালন করেন।

এসময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স কমিটির সদস্য এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
তিনি বৃটিশ কাউন্সিল হায়ার এডুকেশন লিঙ্ক প্রোগ্রামের সমন্বয়ক এবং বাংলাদেশ, নরওয়ে, পাকিস্তান ও নেপাল এই চার দেশের সম্মিলিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নোমা প্রোগ্রামের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

ড. সালাম ২০০৯ থেকে ২০১১ সময়ে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস

অ্যান্ড টেকনোলজির সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। ২০১১ সাল থেকে তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কমিটির সদসস্যের দায়িত্ব পালন করছেন।

২০১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্সেসের পরিচালক পদে ছিলেন তিনি। নরওয়ের অসলো ইউনিভার্সিটি কলেজ এবং রোমানিয়ার লুসিয়ান ব্লাগা ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ড. সালাম।

কুমারখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে জেল-জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ড্রেজার মেশিন দিয়ে অবৈধ ভাবে বালু উত্তোলন করার অপরাধে ৪জনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ জনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ঘাট এবং আড়ুয়াবাধার চর সংলগ্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হচ্ছে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের কান্তিনগর এলাকার ছাত্তার মোল্লার ছেলে রিপন (৩২), ভেড়ামারা বারোমাইল এলাকার সিরাজুল প্রামানিক (৩০), আতিয়ার রহমান (৪০), আবুল কাশেম (৩৫) ও বেলগাছি এলাকার মোক্তার হোসেন।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এমএ মুহাইমিন আল জিহান।

এ সময় তিনি জানান, এ চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে ড্রেজার মেশিন দিয়ে বালু উত্তোলন করে আসছে।

মঙ্গলবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। পরে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর আওতায় রিপন, সিরাজুল প্রামানিক, আতিয়ার রহমান ও আবুল কাশেমকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং

মোক্তার হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

অভিযানে কুমারখালী থানা পুলিশ, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা সহায়তা করে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় তাঁতীলীগের উদ্যোগে নানা আয়োজন

বাংলাদেশ তাঁতী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. নিজামুল হক চুন্নু বলেছেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ এবং দেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে।

তিনি সোমবার বিকেলে বাংলাদেশ তাতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখা কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

তিনি বলেন, সারা দেশের পাশাপাশি কুষ্টিয়ায় ব্যাপক উন্নয়ণমূলক কর্মকাণ্ড করতে সক্ষম হয়েছে এ সরকার।

এসব উন্নয়ন হয়েছে কেবল প্রধানমন্ত্রীর আস্থাভাজন কুষ্টিয়ার উন্নয়নের রূপকার মাহবুবউল আলম হানিফ এমপির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকারের উন্নয়নের অগ্রযাত্রার শরীক হতে তাঁতীলীগ একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করছে। প্রান্তিক তাঁতীদের কল্যাণে কাজ করতে তাঁতীলীগ বদ্ধ পরিকর।
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের

সহযোগী সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন হবে এই তাঁতীলীগ এমন প্রসঙ্গ টেনে এই নেতা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া এ সংগঠন। তাই সহযোগী সংগঠনের সকল নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দলের জন্য কাজ করার আহবান জানান তিনি।

বাংলাদেশ তাঁতী লীগ জেলা শাখার আহবায়ক রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব হাজী হারুন-অর রশিদের পরিচালনায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তাতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক সরোয়ার হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক আবু হাসান লিটন, শহীদুল ইসলাম, বিপুল হোসেন, হাবিবুর, স্মৃতি, কণা, রাণী বিশ্বাসসহ অন্যরা।
পরে দোয়া মোনাজাত শেষে কেক কাটা হয়।

এসময় জেলা ও বিভিন্ন উপজেলার নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মাদক ব্যবসায়ীদের তৎপরতা

মেহেরপুরে হটাৎ করেই আবারো বেড়েছে মাদক ব্যবসায়ীদের তৎপরতা। সীমান্ত এলাকায় দু-দেশের মাদক ব্যবসায়ীদের রয়েছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। ফলে জেলা তিন উপজেলার সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে মাদকের বড় বড় চালান। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যঘেষা মেহেরপুরের তিন উপজেলার সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে ফেন্সিডিল, গাঁজা, অফিসার্স চয়েজ মদ, পাতার বিড়ি, হেরোইন ও সল্প পরিমাণে ইয়াবা। তবে এইসব মাদকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে ফেন্সিডিল। পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ, বিজিবি, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মেহেরপুরের মাদক বিরোধী অভিযানে কিছু মাদকসহ বহন কারীরা ধরা পড়লেও মূলহোতারা থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলা। তিনটির তিন দিকেই ভারত বেষ্টিত। মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের পরেই ভারতের তেহট্ট, বেতাই মুজিবনগর উপজেলার পরেই ভারতের পাথরঘাটা, হৃদয়পুর গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের পরেই ভারতের দারেমার্থ, জামশেরপুর, মরুতিয়া, তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের সহড়াতলার সীমান্তের ওপারে ব্রজপুর মাদক ব্যবসায়ীদের নিরাপদ রুট হিসেবে চিহ্নিত।

ইতোমধ্যে পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে কয়েকটি বড় চালান ধরাও পড়েছে। মাদক ব্যবসায়ীর উভয়পক্ষের বন্দুক

যুদ্ধে কয়েকজন চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী নিহতও হয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিন এর অনুসন্ধানে দেখা গেছে গত ১ মাসে ডজন খানেক মাদকের ছোট ব্যবসায়ী ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। সেই সাথে বিপুল পরিমাণ উদ্ধার করা হয়েছে ফেন্সিডিল, গাঁজা, হেরোইন ও মদ।

মেহেরপুরের করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতে না হতেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে মাদক ব্যবসায়ীরা। শহরের বেশ পরিত্যক্তবাড়ি, কলেজের আশে পাশের ঝোপ ঝাড়ে দেখা যাচ্ছে মাদকের বিস্তার। এছাড়াও সম্প্রতি একশ্রেণীর মাদক সেবি ব্যথা নাশক টাপেন্টা ট্যাবলেট গ্রহণ করছে নেশার জন্য। বিভিন্ন ফার্মেসীতেও সহজেই মিলছে এইসব অবৈধ ট্যাবলেট। সীমান্ত এলাকা দিয়ে আসা এসব মাদক মেহেরপুর হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। মাদক ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মেহেরপুর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে দেশের বড় বড় জেলাতেও।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন জানান, মাদক ব্যবসার সাথে জড়িয়েছে কয়েকজন ক্ষমতাসিন দলের অঙ্গসংগঠনের নেতারাও। বিভিন্ন কায়দায় চালিয়ে যাচ্ছে মাদকের রমরমা ব্যবসা।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী এ বিষয়ে বলেন, পুলিশ সুপারের নির্দেশে মাদকের বিরুদ্ধে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অবস্থান কঠোর। আমরা মাদক ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মাদক সেবিদেরও আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। সন্দেহজনক ব্যক্তিকে মেশিনের মাধ্যমে সাথে সাথে পরীক্ষা করে প্রমান পেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও মাদকের মূল হোতাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে মাদকের একজন মূলহোতাকে আটক করা হয়েছে। বর্তমানে সে কারাগারে আছে।

মাদকের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স উল্লেখ করে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী বলেন, বর্তমান আইজিপি স্যার আসার পরে মাদক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুলিশি তৎপরতা আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই মাদক নির্মূলের একটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। মাদক নিয়ন্ত্রণে আরো কয়েকটি বিভাগ আছে যেমন, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিজিবি, র্যাব সবাই একযোগে কাজটা সমন্বয় করে শুরু করতে যাচ্ছি। এছাড়াও তিনি বলেন, আমাদের পুলিশ সদস্যদেরও ডোপ টেস্ট করা হবে। যারা মাদকাশক্ত ধরা পড়বে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়া বিজিবি কমান্ডার লে. কর্ণেল ফরহাদ হোসেন চৌধুরী বলেন,

বিজিবির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। আমরা চাইলে কাউকে আটকিয়ে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারিনা। আমরা আসামি ধরার পর সেটা মামলা দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করি। পরের ব্যবস্থাটা তারা গ্রহণ করে। এজন্য হয়তো আমরা মূলহোতাদের ধরতে পারছি না। এছাড়াও সীমান্তে মাদক চালানের সময় দেখা যাচ্ছে রাতে মাঠের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা অভিযান চালালে মাদক ফেলে তারা পালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য আসামি ধরা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে। তবে সবসময় এমন হচ্ছে তা না। আমরা আগের চেয়েও বেশ সক্ষম।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের জামিন

জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতির মামলায় কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি হাজী রবিউল ইসলামকে ৮ সপ্তাহের আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ রবিবার এ আদেশ দেন। জামিন আবেদনকারীপক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট খুরশীদ আলম খান।

জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতির অভিযোগে গত ৭ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা করা হয়। এ মামলার আসামি মহিবুল ইসলামকে গ্রেপ্তারের পর তিনি আদালতে স্বীকারেক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছেন।

তার দেওয়া জবানবন্দীতে হাজী রবিউল ইসলামের নাম উঠে আসে। যে জমি কেনাবেঁচায় জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে সেই জমি বিক্রির পর হাজী রবিউল ইসলামকে ৩০ লাখ টাকা দেওয়ার কথা ছিল বলে জবানবন্দীতে জানান মহিবুল ইসলাম।

তবে জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিনা সেবিষয়ে কোনো কথা বলেননি মহিবুল ইসলাম। তারপরও পুলিশী হয়রানি বা গ্রেপ্তার এড়াতে হাইকোর্টে হাজির হয়ে আগাম জামিনের আবেদন করেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান।

সংসারের খরচ জোগাতে ইব্রাহিমের হরেকরকম ফুলের চা

ভাগ্যবদলের আশায় এসএসসি পরীক্ষার পর চাকরির সন্ধানে ঢাকা চলে যান ইব্রাহিম নদী (২১)। তখন গার্মন্টসে একটা চাকরিও জুটিয়ে ছিলেন। কিন্তু মহামারী করোনা শেষ করে দিয়েছে কৃষক পরিবারের সন্তান ইব্রাহিমের সেই স্বপ্ন। এখন তিনি কুষ্টিয়া-মেহেরপুর সড়কের পাশে একটি দোকানে হরেকরকম ফুল দিয়ে চা তৈরি করেন। চা বিক্রির এই আয় দিয়েই চলছে তার সংসার।

কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের কৃষক আমিরুল ইসলামের ছেলে ইব্রাহিম নদী। তিন ভাইবোনের মধ্যে ইব্রাহিম সবার বড়। ২০১৭ সালে এসএসসি পরীক্ষার পর সংসারের সচ্ছলতার জন্য চলে যান ঢাকায়।

এরপর নারায়ণগঞ্জে এসোটেক্স নিট গার্মেন্টস নামে একটি প্রতিষ্ঠানে হেলপার হিসেবে কর্ম শুরু করেন। সবশেষ সেখানে তিনি ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করতেন। বেতন যা পেতেন তা দিয়ে ভালোই চলছিল ইব্রাহিমের সংসার। কিন্তু করোনার কারণে বন্ধ হয়ে যায় তার গার্মেন্টস। স্বপ্নে ভাটা পড়ে ইব্রাহিমের।

ইব্রাহিম নদী বলেন, এসএসসি পর্যন্ত পড়ালেখা করার পর আর্থিক দুরবস্থার কারণে জীবিকার সন্ধানে ঢাকায় চলে যাই। দীর্ঘ তিন বছর নারায়ণগঞ্জের একটি গার্মেন্টসে চাকরি করতাম। কিন্তু মহামারী করোনার কারণে গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। তখন বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হই। এরপর প্রায় দুই মাস বেকার বসেছিলাম। এ সময় কারও কাছ থেকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা পাইনি।

তিনি আরও বলেন, কিছু না পেয়ে পরে স্বল্পপুঁজিতে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নেই। তেমন সামর্থ্য না থাকায় স্থানীয় মিরপুর জিয়াসড়কের পাশে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে সেখানে চায়ের দোকান দিয়েছি। এখানে সারাদিন চা বিক্রি করে তিন থেকে চারশ’ টাকা আয় হয়। এ দিয়ে কোনোমতে সংসার চলছে।

ইব্রাহিম জানান, আমার দোকানে বিভিন্ন ফুল দিয়ে চা তৈরি করা হয়।

এসব ফুলের মধ্য রয়েছে অপরাজিতা, জবা প্রভৃতি। এছাড়াও মরিচ ও তেঁতুল দিয়ে তৈরি চায়েরও জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

তিনি আরও জানান, আমার বাবা একজন কৃষক। তার নিজের কোনো জমি নেই। অন্যের জমি বর্গা নিয়ে টুকটাক চাষাবাদ করেন। এ দিয়ে কোনো মতে সংসার খরচ চললেও ছোট ভাইবোনদের পড়ালেখার খরচ চলে না। তাই সংসাদের খরচ জোগাতে অবশেষে চা বিক্রি শুরু করেছি।